স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

ইউনিট ৬

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সরকার ও প্রশাসনে গুরুত্ববহ হয়েছে মূলত: গত শতাব্দীর শেষের দিকে। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত নীতি ও তার বাস্তবায়ন প্রায়শ্চই রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধতন অংশকেই সংশ্লিষ্ট করতো, যেখানে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা তৃণমূলে বসবাস করে তারা সবসময়ই বঞ্চিত থেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা লাভে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের সরকার বিষয়ে প্রাজ্ঞ গবেষকগণ সেই জায়গা থেকে স্থানীয় শাসন ও প্রশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তারা মনে করেন, সামষ্টিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে ব্যস্টিক বা তৃণমূল উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোনভাবেই সম্ভব নয়, যা সমাজের পরিবর্তনশীলতা বা উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি। এভাবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আবির্ভূত হয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হয় স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে, যা জনগণের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। বর্তমানকালে স্থানীয় জনগণের কল্যাণে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-১: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-২: স্থানীয় শাসনের ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-৩: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার
পাঠ-৪: ইউনিয়ন পরিষদ
পাঠ-৫: উপজেলা পরিষদ
পাঠ-৬: জেলা পরিষদ
পাঠ-৭: পৌরসভা
পাঠ-৮: সিটি কর্পোরেশন
পাঠ-৯: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
পাঠ-১০: স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

পাঠ-৬.১ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ধারানাটি স্পষ্ট হবে।
- স্থানীয় স্বয়ত্ব শাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	লোক প্রশাসন, সিদ্ধান্ত, স্থানীয় জনগণ, প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, উন্নয়ন, কল্যাণ, স্বায়ত্বশাসন, বিতর্ক, জনগণের অংশগ্রহণ।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও এই জনপদের মানুষের মধ্যে ছিল। প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মূলত একটি স্বায়ত্বশাসিত ধরনের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন প্রত্যয়। এ প্রত্যয়টি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলতে এমন এক ধরণের স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে আইনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত এখতিয়ারের মধ্যে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ধরণের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি পর্যায়কে বুঝায়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে স্থানীয়ভাবে শাসন করার জন্য স্বশাসিত স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা

স্থানীয় শাসনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গেলে দেখা যাবে নানান বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে স্থানীয় শাসন বলতে এমন এক ধরনের শাসনকে বোঝায়, যেখানে স্থানীয় জনগণ স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণ স্বশাসনের অধিকার ভোগ করে থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণের ভোটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় এবং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বশাসনের অধিকার লাভ করে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান কর আরোপ করতে পারে এবং নিজেদের জন্য বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও স্থানীয় সরকারের ধারণা সংক্রান্ত কিছু বিতর্ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও স্থানীয় সরকারের ধারণাসংক্রান্ত কিছু বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। আমরা যদি স্থানীয় সরকারের ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনার শুরুর দিকের তাত্ত্বিক আলোচনার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায় স্থানীয় সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটি পর্যায়ে এক ধরনের স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করার কথা বলা হয়। এই স্থানীয় সরকারের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কথাও বলা হয়, যার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে স্বায়ত্বশাসন। সুতরাং স্থানীয় সরকার বলতে মূলত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকেই বোঝানো হয়। যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে অনেকেই স্থানীয় সরকার বলতে মাঠ প্রশাসনের স্থানীয় আমলাদের বুঝিয়ে থাকে। বাস্তবতার নিরীখে এটি একটি ধারণাগত ভুল প্রয়োগ। স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত স্বশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকেই বুঝিয়ে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব

আধুনিকীকরণের এই যুগে যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ব্যবস্থায় যখন গতিশীলতা সৃষ্টি হয়, তখন সরকারের কাছে জনগণের চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে

একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের সকল চাহিদা মেটানো এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। সুতরাং জনগণের কল্যাণের জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আবশ্যক। এ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হল:

জনগণের অংশগ্রহণ:

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মূল কথাটিই হল স্থানীয় জনগণের ভোটে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে জনগণ সম্পৃক্ত থাকবে। সুতরাং একথা বলাই যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের যেকোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ এ শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেয়।

স্থানীয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণ:

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে যেহেতু জনগণ নিজেরা নিজেদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে, সেহেতু স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোর সঠিক ব্যবহার করার দ্বার উন্মোচিত হয়। এ শাসন ব্যবস্থায় সরাসরি নিজেরা অথবা নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ অনেকগুণ বেড়ে যায়।

এছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় নেতৃত্ব, নানান ধর্মের বর্ণের প্রতিনিধিত্ব, আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার পরিব্যাপ্তি স্থানীয়ভাবে । এই ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। এই শাসন প্রক্রিয়ায় আইনানুগভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। এই শাসনব্যবস্থা অন্য যেকোন শাসনব্যবস্থা থেকে ব্যতিক্রম এই অর্থে যে, এই স্থানীয় প্রশাসনটি সাংবিধানভাবে নিজের আয়ের মাধ্যমে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। মূলত: এই চিন্তা থেকেই স্বায়ত্বশাসনের ধারণাটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার কারণে প্রশাসনের স্বায়ত্বশাসনের রূপটি আরও প্রগাঢ় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) উপজেলা পরিষদ

(গ) জেলা পরিষদ (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, কেননা-

i. জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়

ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়

iii. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ স্থানীয় শাসনের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় শাসন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব স্পষ্ট হবে।

মুখ্য শব্দ	নিয়মতান্ত্রিক, আর্থ-সামাজিক, অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, তৃণমূল, উন্নয়নমূলক, স্থানীয় শাসন, কেন্দ্রিয় প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, উন্নয়ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন আলোচনায় স্থানীয় শাসনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব বহু পুরোনো। যখন আধুনিক ধরণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো স্থানীয় পর্যায়েই শাসনের কাজটি হত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু এই সকল শাসন পদ্ধতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা তুলনামূলক নতুন। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনের মধ্যেও কিছুটা ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয় সরকার বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের একধরণের সরকার কাঠামোকে যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসনের কাজটি করে থাকে। আর স্থানীয় শাসন বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় সকল ধরণের আর্থ-সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে স্থানীয় শাসনের ধারণায় স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের আমলা, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও কমিউনিটি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদির ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়। স্থানীয় শাসনে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয় বলে এর গুরুত্ব অধিক।

বাংলাদেশ একটি দ্রুত অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ। জনবসতির দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর নিত্যনতুন চাহিদা সরকার কেন্দ্র থেকে কোনোভাবেই পূরণ করতে পারবে না। তাই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি এদেশে যুগ-যুগ ধরে স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে। স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা বিধান, কষ্ট লাঘব ও চাহিদা পূরণ করার জন্য শাসন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের দ্বার খুলে দেয়।

স্থানীয় শাসনের গুরুত্বঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা প্রতিষ্ঠিত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যগত সফলতা মূলত: নির্ভর করে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর। তাই স্থানীয় শাসনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ অনেকাংশেই তৃণমূলের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। আর সেই ধারণা থেকেই বিকেন্দ্রীকরণ শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা নির্ভর করে শক্তিশালী স্থানীয় শাসনের উপর। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ একমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে নয়। এদিক দিয়ে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের ঝুঁকি রোধ করতে স্থানীয় শাসন গুরুত্ব বহন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় জনগণের সীমিত চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে তার অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। দেশের কোটি কোটি মানুষের সমস্যা ও সমাধান এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় সরকার যত তৎপরতা ও দক্ষতার সাথে করতে পারে, তা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কখনই করতে পারেনা। কেননা, সরকারি যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হলেও তা স্বভাবতই জটিল, যা উন্নয়নমূলক কাজকে অনেক সময় ব্যাহত করে থাকে। আমলাতান্ত্রিক এই জটিলতা থেকে রক্ষা পেতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই।

স্থানীয় সরকার নাগরিকদের অংশগ্রহণ যতটা নিশ্চিত করে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে তা অনেকাংশেই সম্ভব নয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত থাকে, যা কেবল স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব। এদিক বিবেচনায় স্থানীয় সরকার অসীম গুরুত্ব লাভ করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসনের কাজটি করে থাকে। স্থানীয় শাসন বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় সকল ধরণের আর্থ-সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে। স্থানীয় শাসন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত আইন দ্বারা স্বশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে পরিচালিত হয় এবং নাগরিকের কল্যাণার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়-দায়িত্বের অনেকাংশ নিজেদের এখতিয়ারের মধ্যে বাস্তবায়ন করে। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার জটিলতা দূর করে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বলে স্থানীয় প্রশাসন গণতান্ত্রিক শাসন প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী?

(ক) থানা প্রশাসন (খ) বিভাগীয় প্রশাসন

(গ) উপজেলা প্রশাসন (ঘ) জেলা প্রশাসন

২। স্থানীয় সমস্যাগুলো কাদের দ্বারা সমাধান হওয়া উচিত?

(ক) রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে (খ) পুলিশের মাধ্যমে

(গ) রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা (ঘ) স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে

পাঠ-৬.৩ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যাল, শহরে, গ্রামীণ, স্তর, তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন, পরিবর্তনশীল, চৌকিদারি আইন, সংবিধান, জনগণের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ইতিহাস প্রাচীন। এই জনপদে যখন আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো ছিলনা, তখনো এখানে পঞ্চায়েতের মত স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের শাসনকার্য পরিচালিত হতো। হাজার বছরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন সময়ে নানান ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আইনী কাঠামোতে বাংলাদেশে আজকে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো তার শুরু ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইনি কাঠামো দেওয়া হয়। এরপর ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়ে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গর্ভমেন্ট এ্যাক্টের মাধ্যমে এ জনপদে তিনস্তর বিশিষ্ট পল্লী স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। এগুলো হলো- জেলা পর্যায়ের জন্য জেলা বোর্ড, থানা পর্যায়ের জন্য লোকাল বোর্ড এবং গ্রামের জন্য ইউনিয়ন কমিটি। এছাড়াও ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়েই অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপল এ্যাক্টের মাধ্যমে নগর স্থানীয় সরকার মিউনিসিপল্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সময়ের সাথে সাথে নানান পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে এই সরকার কাঠামো এখনকার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে শহুরে ও গ্রামীণ দুই ধরনের স্থানীয় সরকার কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশে শহরের জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট ও পল্লীর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
শহুরে স্থানীয় সরকার: সিটি কর্পোরেশন
পৌরসভা
পল্লী স্থানীয় সরকার: জেলা পরিষদ
উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ

পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিশেষ স্থানীয় সরকার বিষয়ক
আঞ্চলিক পরিষদ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকার নানানভাবে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিন পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) স্থানীয় সরকারসমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয় বলে তাদের কৃতকর্মের জন্য জনগণের নিকট এক ধরনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা

স্থানীয় বিষয়াবলী পরিচালনা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন তৈরী করে এই সরকারের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

বাংলাদেশ আধুনিকীকরণের পথ ধরে চলা একটি পরিবর্তনশীল এবং উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়-দায়িত্ব অনেক। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই স্থানীয় সরকারগুলো শাসনের কাজ করে থাকে বলে রাজনৈতিক অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় এর মাধ্যমে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য এদেশের স্থানীয় সরকারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ আমলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপরে আলোকপাত করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকারের ধারণা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। আরআমাদের দেশে এই ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়েছে বৃটিশ আমল থেকে, যেখানে চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইনি কাঠামো প্রদান করা হয়। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দরুণ প্রতিনিধিগণ তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী হলেন-

(ক) সরকারি (খ) বেসরকারি

(গ) স্বায়ত্তশাসিত (ঘ) আধা-সরকারি

২। স্থানীয় সরকার কিসের অংশ?

(ক) জাতিসংঘের অংশ (খ) জনগণের অংশ

(গ) বিদেশি সংস্থার অংশ (ঘ) জাতীয় সরকারের অংশ

পাঠ-৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পল্লী সমাজ, নির্বাচন, নীতিমালা, অবকাঠামো প্রণোদনা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সরাসরি নির্বাচন, স্ট্যান্ডিং কমিটি, পল্লী উন্নয়ন, জনকল্যাণ।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। প্রাচীন কাল থেকে এই জনপদে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি কার্যকর ছিল সেটিই বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ইউনিয়ন পরিষদের রূপটি নিয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের পল্লী সমাজের মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ের শাসনের কাজ করে থাকে। অনেক দিন ধরে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কার্যাবলি ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ:

১ জন চেয়ারম্যান
৯ জন সদস্য
৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য
১ জন সচিব, অফিস সহকারি ও গ্রাম পুলিশ

প্রতি পাঁচ বছর পরপর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ চেয়ারম্যান, নয়টি ওয়ার্ডের প্রতিটি থেকে একজন করে সদস্য ও প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত একজন নারী সদস্যকে নির্বাচিত করে। এই ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও ১৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকে। এই স্টান্ডিং কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাঁচ থেকে সাত জন স্থানীয় নাগরিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সচিব নানানভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এই স্টান্ডিং কমিটি প্রশাসনের বাইরে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলে। কেননা, গ্রাম উন্নয়নই হল ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য। গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় চল্লিশটি কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এদের মধ্যে প্রধান হলো জনকল্যাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন ও বিচার। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের মধ্যে আছে রাজস্ব উৎস, সরকারি অনুদান, ট্যাক্স ও ফি ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে এই পরিষদ নিজেদের আয়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিচালিত করবে। কিন্তু শাসন ও প্রশাসন নীতি-মালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকলাপ ও সার্বিক কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবস্থায় সরকারী অনুদাননীতি গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ স্থানীয় পর্যায়ে জনকল্যাণ সাধনের নিমিত্তে জনগণের একেবারে কাছ থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার তাগিদে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকরি ভূমিকা রাখে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সর্বনিম্ন স্তর। সুতরাং মাঠ বা পল্লী উন্নয়ন করাই ইউনিয়ন পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উন্নয়নমূলক কাজঃ

ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দূর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

রাজস্ব সংক্রান্ত কাজঃ

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের ওপর কর ধার্য ও আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশমত কোন রেকর্ড প্রস্তুত, কর ধার্য, জরিপ, শস্য পরিদর্শন রাজস্ব প্রশাসনের সাথে জড়িত যেকোন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

কৃষি উন্নয়নমূলক কাজঃ

কৃষি উন্নয়নের জন্য এই পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দান ইত্যাদি নানা ধরনের প্রণোদনামূলক কাজে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে থাকে।

বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজঃ

ইউনিয়নের অধীনে গ্রামসমূহে বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করে এবং গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার কার্য ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে গ্রাম্য উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউনিয়ন পরিষদ কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে?

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে নীচের স্তর হল ইউনিয়ন পরিষদ। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ। এছাড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসাবে অনির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে পল্লী উন্নয়ন কর্মে সহযোগিতা করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কার্যাবলি এই ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ১১ (খ) ১২

(গ) ১৩ (ঘ) ১৪

২। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিভাবে নির্বাচিত হন?

(ক) গণভোটে (খ) স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে

(গ) সদস্যদের ভোটে (ঘ) জেলা প্রশাসকের দ্বারা

৩। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ করারোপ করতে পারে-

i. ঘরবাড়ির জন্য ও জমির ওপর ii. যানবাহনের ওপর

iii. হাটবাজারের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ উপজেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপজেলা পরিষদের পটভূমি বলতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, হস্তান্তরিত, গ্রামীণ পরামর্শ, পাঁচসলা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংরক্ষিত, ২০০৯ সালের আইন।

বাংলাদেশের তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীন স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যম স্তর হল উপজেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে থানা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়। এই স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে ১৮৮৫ সালের ব্রিটিশ বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্মেন্ট এ্যাক্ট-র মাধ্যমে যে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয় তারই পরিবর্তিত রূপ এই উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পরে সামরিক শাসন আমলে গঠিত উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। নানান পরিবর্তনের পরে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ আইনটি পাশ হয় এবং স্থানীয় সরকারের এই স্তরটি চালু হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উপজেলা পরিষদে প্রধানত দুই ধরনের প্রতিনিধি দেখা যায়। যথা: নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি। নির্বাচিত প্রতিনিধির একাংশ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। অন্যরা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ একটি উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়র এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্য থেকে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ:

প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি:

একজন চেয়ারম্যান
দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন নারী)

পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি:

উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র এবং এই দু'টি স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য।

সরকারি কর্মকর্তা:

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন এবং উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ অফিসার উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত সদস্য। এ সদস্যরা উপজেলা পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে ভোট প্রদান করতে পারেন না।
এছাড়াও উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি ভালভাবে সম্পাদনের জন্য এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ পাওয়ার জন্য আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কৃষি ও সেচ ইত্যাদির মত মোট ১৭ টি বিষয়ের জন্য একটি করে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সহ-সভাপতি ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা এই স্টান্ডিং কমিটির মিটিং এ সভাপতিত্ব করবেন এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ঐ কমিটির অফিস

সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকরি পরামর্শ পাওয়ার জন্য একজনকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের পরামর্শকের ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। একটি উপজেলা পরিষদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলিঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যম স্তরের স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পন্ন করা। এছাড়াও আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা এবং নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নারী, পানি সম্পদ, সংস্কৃতি, পরিবেশ বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপজেলা পরিষদের প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

উপজেলা পরিষদকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যম স্তর বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা এই ব্যবস্থাটি জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৩ সালে চালু হলেও এক পর্যায়ে ব্যবস্থাটি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে এর পুন:প্রবর্তন হয়। মধ্যম স্তরের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়াবলী সরকারকে অবহিত করে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কিভাবে নির্বাচিত হন?

(ক) সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে (খ) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে

(গ) জনগণের পরোক্ষ ভোটে (ঘ) জেলা প্রশাসকের দ্বারা

২। প্রশাসনিক দিক থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মর্যাদা কার সমতুল্য?

(ক) বিভাগীয় কাউন্সিলর (খ) জেলা প্রশাসক

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ঘ) প্রতিমন্ত্রী

পাঠ-৬.৬ জেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জেলা পরিষদের গঠন বলতে পারবেন।
- জেলা পরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সর্বোচ্চ স্তর, ইলেক্টরাল কলেজ, সমন্বয়, স্টান্ডিং কমিটি, অবশ্যকরণীয়, অর্পিত।

দেশে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। এজন্য দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের গুরুত্ব নিয়ে তত্ত্বগত জগতে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়ে আসছে। জেলা পরিষদ এদেশের তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্মেন্ট এ্যাক্টের মাধ্যমে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ আজকের এই জেলা পরিষদ। একটি জেলার সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১৬ সালে এই আইনের কিছু সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধিত আইনানুসারেই জেলা পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন ফৌজদারী অভিযোগ বাংলাদেশের কোন আদালত গ্রহণ করে তাহলে তাকে সরকার কর্তৃক অপসারণের বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মত এই স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২১ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। একটি জেলার অন্তর্গত সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটার। আইনানুসারে প্রতি পাঁচ বছর পর পর জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি জেলার অন্তর্গত স্থানীয় সরকারের সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন জেলা পরিষদের অন্যতম কাজ। এছাড়াও রাস্তা-ঘাট থেকে শুরু করে প্রায় সকল ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব পালন করে জেলা পরিষদ।

চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। জেলা পরিষদ তার কাজের সুবিধার্থে আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও অবকাঠামোর মত বিষয়ের উপর একটি করে স্ট্যান্ডিং কমিটি করে থাকে। জেলা পরিষদের সদস্যের একজন একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

জেলা পরিষদের কার্যাবলিঃ

জেলা পরিষদ অবশ্য করণীয় এবং ঐচ্ছিক এই দুই ধরনের কাজ করে থাকে।

অবশ্য করণীয় কাজঃ

জেলা পরিষদের অবশ্যকরণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- জেলার সকল উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করা।
- উপজেলা পরিষদ ও সকল নগর সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- সাধারণ লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ।
- জেলার অন্তর্গত যে সকল পানিপথ, কালভার্ট ও সেতু ইত্যাদি উপজেলা পরিষদ, নগর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়না সেগুলোর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

- রাস্তার পাশে এবং পতিত সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করা।
- জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ এবং খোলা জায়গা সরবরাহ করা ও সংরক্ষণ করা।
- জেলার অন্তর্গত যে সকল ফেরিঘাট উপজেলা পরিষদ, নগর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়না সেগুলোর ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।
- জেলার অন্তর্গত পান্থশালা, ডাকবাংলো ও বিশ্রামাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- জেলা পরিষদের মত কাজ করে এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত যেকোন দায়-দায়িত্বের বাস্তবায়ন।

ঐচ্ছিক কাজঃ

এছাড়াও জেলা পরিষদের অনেক কাজ আছে যেমন- শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ , গণস্বাস্থ্য, গণ-আবাসন ইত্যাদি জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং জেলা পরিষদ এর উন্নয়ন কল্পে নানান কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেলা পরিষদের অবশ্য করণীয় কাজগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

জেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বপ্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, যিনি জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হবেন। জেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নকল্পে অবশ্যকরণীয় ও ঐচ্ছিক--এই দুই ধরণের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২১ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হবে। এই সদস্যরাই জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত সকল কার্যাবলি সম্পন্ন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কত সালে জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়?

(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯৯

(গ) ২০০০ (ঘ) ২০০১

২। জেলা পরিষদের অবশ্যকরণীয় কাজ-

i. উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

ii. উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ

iii. গণ-আবাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) সবকটি

পাঠ-৬.৭ পৌরসভা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরসভার গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরসভার কার্যাবলি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	২০০৯ সালের আইন, স্ট্যান্ডিং কমিটি, উন্নয়নমূলক কাজ, প্রধান নির্বাহী, মেয়র, ওয়ার্ড, কো-অপ্ট, জনকল্যাণ, কর্মসূচি, কাউন্সিলর।

বাংলাদেশে শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুই স্তরবিশিষ্ট নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যথা: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। আমাদের জনপদে নগরায়নের এবং নগর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনামলে। বর্তমানে এখানে যে পৌরসভা ব্যবস্থা আছে তা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত। এ আইনানুসারে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় নগর সরকার কাঠামোর নিম্নস্তর পৌরসভা গঠিত হয় পৌরসভার অন্তর্গত প্রত্যেক বয়সপ্রাপ্ত নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে। পৌরসভার প্রধান নির্বাহী হচ্ছে পৌর মেয়র। এছাড়াও আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পৌর কাউন্সিলর ও নির্ধারিত সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর এবং স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়র, কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর পৌরসভার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

পৌরসভার গঠন:

আইনানুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়ে থাকে, যথা:

১) একজন মেয়র।
২) সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের (তবে কমপক্ষে ৯টি ওয়ার্ড) প্রত্যকটি থেকে আলাদাভাবে একে কজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর।
৩) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী কাউন্সিলর।

একটি পৌরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসেবে বিবেচিত। এই আসনের জন্য শুধু নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই বয়সপ্রাপ্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। পৌর মেয়র পৌরসভার প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও অফিসের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য স্থায়ী অফিসার ও অফিস সহকারী থাকে যারা অফিসের দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করে। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন অনুসাওে একটি পৌরসভা ১০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে থাকে। তবে প্রয়োজনে আরো অতিরিক্ত স্টান্ডিং কমিটি গঠন করতে পারে। একটি স্টান্ডিং কমিটিতে পাঁচজন সদস্য থাকে যার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী সদস্য। প্রয়োজন মনে করলে পৌরসভা স্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ ও কার্যকরী পরামর্শ পাওয়ার জন্য একজনকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করতে পারবে। পদাধিকার বলে পৌর মেয়র হবেন সকল স্টান্ডিং কমিটির সদস্য, তবে তিনি শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়া অন্য কোন স্টান্ডিং কমিটির সভাপতি হতে পারবে না।

পৌরসভার কার্যাবলি:

শহরে স্থানীয় সরকার কাঠামোর নিম্নস্তরের স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা। এছাড়াও আইন অনুযায়ী পৌরসভার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- উন্নয়নমূলক কাজ: পৌরসভা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও পৌরসভার অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে পৌরসভা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দুর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। পৌর এলাকার মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: পৌরসভা পৌর এলাকার জনগণের ওপর কর ধার্য ও তাদের থেকে তা আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশমত কোন রেকর্ড প্রস্তুত, কর ধার্য, জরিপ, এছাড়াও যেকোন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা পৌরসভার কাজ।
- বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজ: পৌরসভা পৌর এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া পৌরসভা পৌর এলাকার অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কাজগুলো পৌরসভা করে থাকে।

- পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে পৌরসভার নিকট অর্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- পৌর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও পৌরসভা সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থার মধ্যে পৌরসভা হল নীচের স্তরের। পৌরসভার সরকার কাঠামো বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠিত হবে। একটি পৌরসভার মোট ওয়ার্ডসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসেবে বিবেচিত হবে। পৌরসভা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক, রাজস্ব সংক্রান্ত, বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকে। এছাড়াও সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচারের মত কাজগুলো সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি?

(ক) বৃক্ষরোপণ (খ) জাদুঘর

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ (ঘ) মশক নিধন

২। পৌরসভা কোন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (খ) পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

(গ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (ঘ) তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পাঠ-৬.৮ সিটি কর্পোরেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি জানতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের গঠন বলতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শহরে সমন্বয়, দায়-দায়িত্ব, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, নিরাপত্তা, সরকারি নির্দেশনা,

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর জনগণের অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭৭ সালের পৌরসভা আইন সংশোধন করে। ১৯৭৮ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে প্রথমবারের মত সিটি কর্পোরেশন নামক স্থানীয় নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন কার্যকর আছে। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনানুসারে সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এই সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাঠামো, নির্বাচন পদ্ধতি, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি উক্ত আইন দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হচ্ছেন সিটি মেয়র। তিনি সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মেয়রের সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিশনার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। একটি সিটি কর্পোরেশন আইন দ্বারা আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। একটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর বয়সপ্রাপ্ত নাগরিক অর্থাৎ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের মধ্য থেকে যে কোন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনানুসারে যোগ্য হলে মেয়র ও নির্ধারিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক ওয়ার্ডের সমান আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন।

- উন্নয়নমূলক কাজ: সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণের মত ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে সিটি কর্পোরেশন জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দূর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন এলাকার মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।
- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও পরিস্কার-পরিচ্ছনতা সংক্রান্ত কাজ: বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আবর্জনা ব্যবস্থাপনা করা। কর্পোরেশন এলাকার জনপথ, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করতে হয় সিটি কর্পোরেশনকে। কর্পোরেশন সকল ধরনের পাবলিক ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনগণের ওপর কর ধার্য ও তাদের থেকে তা আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে।
- বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজ: সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কাজগুলোসিটি কর্পোরেশন করে থাকে।

- মহানগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে সিটি কর্পোরেশনের নিকট অর্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা ব্যবস্থা কার্যক্রম আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন হল উপরের স্তরের। সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হচ্ছেন সিটি মেয়র। তিনি সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ, প্রশাসনিক, বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজ, আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কাজ, সেবামূলক কাজ। এছাড়াও সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা সম্পাদন করে সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ কয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন?

(ক) ৫ বছর (খ) ৬ বছর

(গ) ৭ বছর (ঘ) ৮ বছর

২। সিটি কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i. স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজে

ii. জনস্বাস্থ্য রক্ষায়

iii. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৯ পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- এ পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মুখ্য নির্বাহী কর্মকান্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রীতি-নীতি, আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন :

বাংলাদেশে মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের দেখভাল ও সমন্বয় সাধন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনানুসারে, ১৯৯৯ সালের ২৭শে মে পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। পার্বত্য চট্রগ্রামের তিনটি জেলার পুরো এলাকার স্থানীয় শাসনের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য এই বিশেষ ধরনের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য, ৬ জন অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য, ১ জন অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ চেয়ারম্যানসহ সর্বমোট ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। চেয়ারম্যান হবেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে। ১২ জন বুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য হবেন আইনানুসারে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গোষ্ঠী থেকে। অ-ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য হবেন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীগণের মধ্য থেকে। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে এর সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন। আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি:

- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড আঞ্চলিক পরিষদের আওতাধীন এবং আইন দ্বারা এদের উপর অর্পিত সকল বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনকরে থাকে আঞ্চলিক পরিষদ ।
- পরিষদ পৌরসভাসহ সকল স্থানীয় সরকারসমূহের তত্ত্বাবধান ও তাদের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনকরে থাকে।
- পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকে।
- পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকে।
- জাতীয় শিল্পনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিওদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে থাকে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এ অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি সমুন্নত রাখার জন্য সকল ধরনের তত্ত্বাবধান করে থাকে।

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আয়ের উৎস:

প্রতি অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে আঞ্চলিক পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ তার তহবিল গঠন করে।

- আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

- পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থাৎ এবং এ অর্থের পরিমাণ সময়-সময় সরকার নির্ধারণ করবে।
- সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।
- পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।
- সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান ও ঋণ।
- কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
- পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি কখনো আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্রগ্রাম সম্পর্কিত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তা নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনা করবে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে গঠন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্য রীতি-নীতি, প্রথা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অক্ষুন্ন রাখার প্রত্যাশায় এই আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কাঠামো আছে তাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একটি অন্যতম কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৯২

(গ) ১৯৯৭ (ঘ) ১৯৯৮

২। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?

(ক) খাগড়াছড়ি (খ) রাঙামাটি

(গ) বান্দরবান (ঘ) চন্দ্রঘোনা

পাঠ-৬.১০ স্থানীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে এনজিও'র অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্থানীয় উন্নয়নে এনজিও'র অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বনির্ভরতা, দারিদ্র বিমোচন, অলাভজনক, আর্থ-সামাজিক, সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, ত্রাণ সামগ্রী।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি জড়িত রয়েছে। বস্তুত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির এই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক দিন ধরেই অনেক ধরনের বেসরকারি সংস্থা কাজ করে আসছে। এনজিও ব্যুরো'র তথ্য মতে বর্তমানে আড়াই হাজারের মত দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। এই বেসরকারি সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লি উন্নয়ন, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, লৈঙ্গিক সমতা এবং মানবাধিকারসহ নানাবিধ বিষয়ে কাজ করে। এদেশে সাধারণত তিন ধরনের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করে। এগুলো হল:

ক. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা
খ. জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা
গ. স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা

এনজিওকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় জনগণের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সেবাদানকারী অলাভজনক সামাজিক সংস্থাই হল এনজিও। এনজিও-র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এ ধরনের সংস্থা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সরকারের আইন মেনে জনগণের উন্নয়নের জন্য নানান ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই সংস্থাগুলো অলাভজনক সংস্থা হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জনকল্যাণে ব্যয় করে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়শীল দেশের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কথা বললে চলবে না বরং এখানে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলো নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

- দারিদ্র দূরীকরণ: বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওগুলো নানান কর্মসূচি সম্পাদন করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ঋণদান কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প: বাংলাদেশে অনেক মানুষ অতি গরীব বিধায় তারা প্রচলিত ব্যবস্থায় ঋণ নিতে পারে না। এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের পবিবর্তন নিয়ে এসেছে।
- ক্ষমতায়ন: গ্রামীন দরিদ্র নারীদের সামষ্টিক ভূমিকা বৃদ্ধি ও নিজেদের অধিকার তুলে ধরার সক্ষমতা সৃষ্টিতে এনজিও কাজ করে। তথ্য জানার অধিকার, সহিংসতা বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা বাড়াতে এনজিওসমূহের যে কার্যক্রম তা সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য দান: বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো ভূমিকা পালন করে থাকে। ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ, উদ্ধারকার্য সম্পাদন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে এরা ভূমিকা রেখে চলেছে।

- শিক্ষা সম্প্রসারণ: শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা, গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে এনজিওগুলো ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন, মূলধন সৃষ্টি, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে নানামুখী আলাপ-আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চহার ও ঋণ আদায়ে কখনো-কখনো জবরদস্তির বিষয়টিকে নানা মহল সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	এনজিওদের কাজের ধরণ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রে সরকারের একার পক্ষে সকল ধরণের কার্যক্রম পালন সম্ভব হয় না। এছাড়াও স্বাধীনতার পর থেকে দাতাগোষ্ঠী ও সরকারের সমান্তরালে এনজিওদের দ্বারা নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহী হয়। এই ধারাবাহিকতাতেই বর্তমানে এনজিওরা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বাংলাদেশি এনজিও?

(ক) আশা (খ) হিউম্যান রাইটস ওয়াট

(গ) অক্সফাম (ঘ) কেয়ার

২। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল-

i. কেয়ার ii. ডানিডা

iii. সুইস এইড

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) বহু নির্বাচনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের দিন।

তামান্না পারিবারিক কলহের কারণে বাবার বাড়ি চলে যায়। তামান্নার স্বামী বিষয়টি মীমাংসা করতে না পেরে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবের দ্বারস্থ হয়। চেয়ারম্যান সাহেব উভয় পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি মীমাংসা করেন।

১। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মীমাংসা করা চেয়ারম্যান সাহেবের কোন ধরনের কাজ?

(ক) উন্নয়নমূলক (খ) সেবামূলক

(গ) বিচার সালিশমূলক (ঘ) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক

২। চেয়ারম্যান সাহেবের এরূপ উদ্যোগ

(ক) সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে (খ) নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে

(গ) নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (ঘ) নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

আসমা একটি সংস্থায় চাকরি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি সরকারি নয়।

৩। উদ্দীপকের আসমা কোন ধরনের সংস্থায় চাকরি করে?

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) পৌরসভা

(গ) উপজেলা পরিষদ (ঘ) এনজিও

৪। উক্ত সংস্থাটি ভূমিকা রাখে–

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় (খ) দারিদ্র বিমোচন

(গ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় (ঘ) শিক্ষা বিস্তারে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

করিম সাহেব সাহাপুর ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি সকল শ্রেণি পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে এলাকার আয়ের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বিচার সালিশ সম্পাদনসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনায় জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে।

৫। উদ্দীপকে করিম সাহেব যে পদের অধিকারী-

(ক) মেয়র (খ) কাউন্সিলর

(গ) চেয়ারম্যান (ঘ) হেডম্যান

৬। করিম সাহেবের এ রকম ভূমিকার ফলে জনগণ কী পাবে?

i. বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে

ii. রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতে পারে

iii. স্থানীয় শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

(খ) সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মনসুর সাহেব বাংলাদেশের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানে আরও ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানেরর কার্যকাল ৫ বছর।

(ক) এনজিও কি?

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মূল্যায়ন করুন।

২। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, ওই এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

(ক) কতজন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়?

(খ) পৌরসভার গঠন সম্পর্কে কী জানেন?

(গ) 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসন? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ ঃ ১। গ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০ ঃ ১। ক ২। ঘ